কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৩-এর সিআরআর ১৫৯০

সহ

২০১৩-এর সিআরএএন ১ (২০১৩-এর পুরাতন সিআরএএন ১৮৪৩)

সহ

২০২২-এর সিআরএএন ২ সহ

দেবাশিষ সমাজপতি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ এবং আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী তন্ময় চৌধুরী
	শ্রীমতি ঋতোপ্রিতা ঘোষ
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রীমতি অনসুয়া সিনহা
	শ্রী পিনাক কুমার মিত্র
২ নং বিরোধী দলের জন্যঃ	শ্রীমতী সঙ্গীতা জাংরা
	শ্রীমতী শুভ্রানীল রায়
শুনানিঃ	০৭.০৭.২০২৩
বিচারঃ	**২৬.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় :-

১. দমদম পুলিশ স্টেশনের মামলা নং ১১৭ তারিখের ২৮.০২.২০১৩ তারিখের জিআর মামলা নং ৮০৮-এর কার্যধারা বাতিলের জন্য আবেদনকারী তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন আবেদনটি দাখিল করেছেন, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/১২০বি/৫০৬ ধারার অধীনে বারাকপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন।

২.দমদম থানা মামলা নং ১১৭ তারিখ ২৮.০২.২০১৩ ছিল ব্যারাকপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দীপালী সমাজপতির দায়ের করা অভিযোগের আবেদনের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য নিবন্ধিত, আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯/৪৬৫৯/৪৬৮/৪৭১ ১২০B/৫০৬ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ।

অভিযোগের অভিযোগের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে যে শ্যামনগর রোডের ২৭২ নং প্রাঙ্গণ, পুলিশ স্টেশন দমদম অভিযোগকারীর স্বামী রবীন্দ্র নাথ নিওগির কাছ থেকে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কিনেছিলেন।

ভোলানাথ সমাজপতির মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্র যথাক্রমে দেবাশীষ সমাজপতি এবং দীপঙ্কর সমাজপতি বেঁচে ছিলেন, যাঁদের উপর অবিভক্ত সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

০৮.০১.২০১৩-এ অভিযোগকারী ব্লক জমি এবং জমি সংস্কার আধিকারিক (এরপরে বিএল এবং এলআরও হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সোদপুরের পাঠানো একটি নিবন্ধিত চিঠির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে অভিযুক্ত, অভিযোগকারী এবং তার অন্য ছেলে উপরোক্ত সম্পত্তির পরিবর্তনের জন্য বিএল এবং এলআরওর অফিসে আবেদন করেছিলেন।

অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযোগকারী এবং তার ছেলে দীপঙ্কর সমাজপতি সোদপুরের বিএল এবং এলআরও-এর অফিসে কখনও উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য কোনও আবেদন করেননি।

অভিযোগকারী এবং তার ছেলে দীপঙ্কর ২২.১.২০১৩, ২৯.১.২০১৩ এবং ৩১.১.২০১৩ তারিখে বিএল এবং এলআরও এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযুক্ত/আবেদনকারীর পক্ষ থেকে প্রতারণামূলক ও অসৎ জালিয়াতি, অবৈধ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ এবং কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, যিনি উপরোক্ত অপরাধগুলি করেছিলেন,

যার ফলে নিজের অন্যায় লাভ হয় এবং ফলস্বরূপ অভিযোগকারী ও তার ছেলের অন্যায় ক্ষতি হয়।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযোগকারী আবেদনকারীর অবৈধ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, যার জন্য আবেদনকারী ক্রমাগত অভিযোগকারী এবং তার অন্য ছেলেকে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দিচ্ছিলেন।

এটিও অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত/আবেদনকারী অভিযোগকারী এবং তার ছেলেকে প্রতারিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর জাল বা নকল করেছেন।

৩. আবেদনকারী বলেছেন যে অভিযোগকারী তার মা হওয়ায় তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুল পথে পরিচালিত করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে। বড় ছেলে হওয়ায় আবেদনকারী যথাযথভাবে মনে করেছিলেন যে রেকর্ডটি সঠিক রাখার জন্য মিউটেশনের জন্য আবেদন করা তার কর্তব্য।

৪. আবেদনকারী প্রকৃত অভিযোগকারীর ছেলে এবং আবেদনকারী এবং প্রকৃত অভিযোগকারীর পাশাপাশি অন্য ছেলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিরোধ চলে আসছে।

৫. আবেদনকারীর পিতা ভোলানাথ সমাজপতি ১৮.৮.১৯৯৩ তারিখে উইলবিহীনভাবে মারা যান। তিনি কার্যত অভিযোগকারী এবং দুই পুত্র, আবেদনকারী এবং দীপঙ্কর সমাজপতিকে রেখে যান। তার পিতার মৃত্যুর পর থেকে আবেদনকারীর সাথে তার ছোট ভাই এবং মায়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তার পিতার মৃত্যুর পর, আবেদনকারীর ভাই পুরো সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করেন এবং আবেদনকারীকে বেশ কয়েকটি নথি, দলিল, ব্যাংক গ্যারান্টি ইত্যাদিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।

৬. দেবদীপ টায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড এমন একটি কোম্পানি ছিল যেখানে আবেদনকারী, কার্যত অভিযোগকারী এবং তার ভাই দীপঙ্করের সমান শেয়ার ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালের ও.এ. মামলা নং ১৪-তে আবেদনকারীর স্বাক্ষর জাল / নকল করে, ভাই, দীপঙ্কর বিজ্ঞ ডিআরটি-II, কলকাতার কাছে দাখিল করেন যে আবেদনকারীর উক্ত কোম্পানির সম্পত্তি মেসার্স লুনা টায়ার প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে বিক্রি করার সম্মতি ছিল যা ২০০৫ সালের সি.ও. নং ১২০৯-এ এই মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ থেকে প্রমাণিত হবে।

৭. ছোট ভাই দীপঙ্কর, ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর সাথে যোগসাজশে, আবেদনকারীকে তাদের বাবার মৃত্যুর পর ডিপঙ্কন রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে মালিকানা তার নামে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে, যেখানে আবেদনকারী ১৯৮৫ সাল থেকে মালিক ছিলেন। ছোট ভাই জাল হলফনামা দেখিয়ে তার নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টও খুলেছিলেন। আবেদনকারী ২০০৬ সালের ১৪৩ নম্বর মালিকানা মামলা শিয়ালদহ আদালতে দায়ের করেন যেখানে তিনি নিষেধাজ্ঞার আদেশ পান। ভাই এবং মা কিছু দুর্বৃত্তের সহায়তায় দেবদীপ রাবার ওয়ার্কস (প্রা.) লিমিটেড নামে আরেকটি রাবার কারখানা বন্ধ করার চেষ্টা করেন, যাতে তারা তাদের নিজস্ব লাভের জন্য কারখানার জমি বিক্রি করতে পারে। কিন্তু আবেদনকারী শ্রমিকদের স্বার্থ এবং সুবিধার জন্য, ২০১১ সালের ১৩৮ নম্বর মালিকানা মামলা শিয়ালদহ আদালতে দেওয়ানি মামলা দায়ের করে এবং মাননীয় হাইকোর্টে দেওয়ানি সংশোধন মামলা দায়ের করে, এবং উপরোক্ত দেওয়ানি মামলাটি আদালতে বিচারাধীন ছিল।

৮. আবেদনকারীর ছোট ভাই একের পর এক তার মায়ের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ দায়ের করেছে। কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে আবেদনকারী সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে যান

পারিবারিক বিরোধের পারস্পরিক নিষ্পত্তির জন্য এলাকার বাসিন্দা এবং পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আবেদন। বর্তমান আবেদনকারী এবং প্রকৃত অভিযোগকারী এবং তার ছোট ছেলের সিদ্ধান্ত অনুসারে, উক্ত ব্যক্তিদের অনুরোধে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ভাই এবং প্রকৃত অভিযোগকারী প্রায় ৪ কোটি টাকা অর্থ গ্রহণ করবেন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে নাগের বাজারে আদিত্য হাসপাতালের কাছে জমি এবং বর্ধমান টাউনের বাড়ি ছাড়া সমগ্র সম্পত্তির উপর তাদের অংশ এবং সুদ হস্তান্তর করবেন। চুক্তির তারিখ পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে পৌর কর বা রাজস্ব প্রদান করতে হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী আবেদনকারী দক্ষিণ দমদম পৌরসভা এবং বিএলএলআরও অফিসকে স্থাবর সম্পত্তির কর সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করেছিলেন এবং পৌরসভার রেকর্ড থেকে দেখা গেছে যে জেএল নং ৩২/২১১ দাগ নং ৫৪৪, ৬৫৫ এবং ৫৩৩, খতিয়ান ১৪৬ এবং ৪০৪ এর জমি প্রকৃত অভিযোগকারী এবং তার দুই ছেলের নামে মিউটেশন করা হয়েছে। তবে, বিএল এলআরও-এর রেকর্ডে উল্লেখিত জমিটি পিতা ভোলানাথ সমাজপতির নামে মিউটেশন করা হয়নি, যিনি রবীন্দ্রনাথ নিয়োগীর কাছ থেকে জমিটি কিনেছিলেন। দমদম পৌরসভার ৫৪৪, ৬৫৫ এবং ৫৩৩ নম্বর প্লটের করের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ টাকা এবং বিএলএলআরও ছিল ২০,৪১৯ টাকা যা অন্যদের পক্ষে আবেদনকারী কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছিল।

৯. আবেদনকারী বলেন যে, বর্তমান আবেদনকারীকে তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের জন্য হয়রানি ও অপমান করার জন্য তার ছোট ছেলের নির্দেশে কার্যত অভিযোগকারী তাৎক্ষণিক মামলাটি শুরু করেছিলেন। বিরোধটি দেওয়ানি প্রকৃতির।

১০. আবেদনকারী বলেছেন যে, আবেদনকারীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সমাজে গভীর শিকড় থাকা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক ফৌজদারি কার্যধারা বিদ্বেষপূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে।

১১. আবেদনকারী বলেছেন যে বিপরীত পক্ষের দায়ের করা অভিযোগের আবেদনে অভিযোগ রয়েছে যে আবেদনকারী সম্পত্তির পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত ফর্মে অভিযোগকারী এবং তার অন্য ছেলের স্বাক্ষর জাল করেছেন এবং একটি হলফনামা শপথ করেছেন এবং সেই নথিগুলি বিএল এবং এলআরওর অফিসে দায়ের করেছেন।

যদি উপরোক্ত অভিযোগগুলি তাদের মুখ মূল্যে নেওয়া হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে কোনও অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় না, যতটা রূপান্তরের জন্য আবেদন করা অধিকারের রেকর্ড সংশোধন করার জন্য একটি আইনি আনুষ্ঠানিকতা। এই জাতীয় আবেদন করার মাধ্যমে আবেদনকারী অন্যের বঞ্চিতিতে কিছু লাভ বা অর্জন করে না।

এটি স্বীকৃত সত্য যে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সহ-অংশীদার এবং/অথবা সহ-মালিক। মিউটেশন আবেদনের জন্য মৃত ব্যক্তির নাম অপসারণ এবং আইনি উত্তরাধিকারীদের নাম দিয়ে বিয়োগ করা প্রয়োজন।

১২. তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদন বিচারাধীন থাকাকালীন সমঝোতার জন্য একটি আবেদন সিআরএএন নং ২/২২-এর মাধ্যমে দায়ের করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিলঃ-

i. আবেদনকারীরা বলেছেন যে আবেদনকারী নং ২, আবেদনকারী নং ১-এর মা হওয়ায়, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আবেদনকারী নং ১-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য সম্পূর্ণ ভুল নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আবেদনকারী নম্বর ১ বড় ছেলে হিসেবে সঠিকভাবে অনুভব করেছেন যে রেকর্ডটি সঠিক রাখার জন্য মিউটেশনের জন্য আবেদন করা তাঁর কর্তব্য।

ii. আবেদনকারীরা বলেছেন যে আবেদনকারী নম্বর ১ আবেদনকারী নম্বর ২-এর ছেলে এবং আবেদনকারী নম্বর ১ এবং তার ছোট ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিরোধ ছিল এবং তাৎক্ষণিক মামলাটি এই ধরনের পারিবারিক বিরোধের ফল।

iii. আবেদনকারীরা বলেছেন যে আবেদনকারী নম্বর ২ আবেদনকারী নম্বর ১ এবং তার পরিবারের সাথে কারণ শিরোনামে উল্লিখিত ঠিকানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আবেদনকারী নম্বর ১-এর ভাই দীপঙ্কর সমাজবাদী তার বিয়ের পর থেকে তার শ্বশুরের বাড়িতে বসবাস করছেন।

iv. আবেদনকারীরা বলেছেন যে, আবেদনকারী নং ২ দিপালী সমাজপতি, তার ছোট ছেলে এবং তার শ্বশুরবাড়ির ভুল ধারণা থেকে ভুল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার বড় ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরে আবেদনকারী নং ২ বুঝতে পারেন যে, তার বড় ছেলে, অর্থাৎ আবেদনকারী তাৎক্ষণিক কার্যক্রমে, তার পক্ষে এবং তার ছোট ভাইয়ের পক্ষে, সরল বিশ্বাসে, উপরোক্ত সম্পত্তির পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন কারণ তিনি আবেদনকারীর পিতা, অর্থাৎ স্বর্গীয় ভোলানাথ সমাজপতির সকল আইনি উত্তরাধিকারীর পক্ষে অধিকারের রেকর্ড সংশোধনের দায়িত্ব যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন।

আবেদনকারী নং ২ অনুতপ্ত হয়ে একই কথা বুঝতে পেরে ইতিমধ্যেই তার অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন ফলপ্রসূ ফলাফল আসেনি

নীচের বিজ্ঞ আদালত থেকে এসেছে। এরপরে, অন্য কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে আবেদনকারী নং ২ এই যৌথ সমঝোতা দায়ের করেছেন কলকাতা উচ্চ আদালতের সামনে নিষ্পত্তির প্রস্তাব।

v. আবেদনকারীরা বলেছেন যে তাৎক্ষণিক বিষয়টি নিম্নের বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এবং তাৎক্ষণিক বিষয়টি সম্পর্কিত বিরোধটি উভয় পক্ষের মধ্যে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারী নং ২ ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে তার ছোট ছেলে এবং তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে সবকিছু ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, অন্যদিকে, আবেদনকারী নং ১ নির্দোষ এবং সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারীদের নামে যৌথ সম্পত্তির মিউটেশনের আবেদন করার ক্ষেত্রে তার কোনও দোষ ছিল না এবং তাই তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনা আবেদনে আবেদনকারীর কোনও ভুল উদ্দেশ্য ছিল না।

vi. আবেদনকারীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দাখিল করছেন যে, ২০১৩ সালের জি.আর. মামলা নং ৮০৮ এখনও নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, যদিও উক্ত ফৌজদারি মামলার সাথে জড়িত বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিরোধটি পক্ষ এবং কার্যত অভিযোগকারীর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, আবেদনকারী নং ২ বিষয়টি নিয়ে আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছুক নন এবং তাই তিনি তার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে চান। সুতরাং, তাৎক্ষণিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং আইনের আদালতে সময় অপব্যবহার।

vii. আবেদনকারীরা দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী নং ২, তার বড় ছেলের নির্দোষতা উপলব্ধি করার পর এবং বিরোধ নিষ্পত্তির পর, আবেদনকারী নং ১ এবং উভয়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই

আবেদনকারীরা একই বাড়িতে থাকেন যেমন একটি পরিবার কখনও থাকে, তাই আপনার আবেদনকারীরা ব্যারাকপুরের বিজ্ঞ অরিরিক্ত প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন ২০১৩ সালের জি. আর কেস নং ৮০৮ বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করছেন, অন্যথায়, আপনার আবেদনকারীরা অপূরণীয় ক্ষতি এবং আঘাতের শিকার হবেন।

১৩. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

"**ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণার শাস্তি -** যে কেউ ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণা করে, তাকে তিন বছর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ড, অথবা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

১৪. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৫ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

> "জালিয়াতির জন্য শাস্তি-যে কেউ জালিয়াতি করবে তাকে এমন একটি মেয়াদের জন্য উভয় বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

১৫. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

> **প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি-** যে কেউ জালিয়াতি করে, এই উদ্দেশ্যে যে ১/নথি বা বৈদ্যুতিন রেকর্ড জালিয়াতি প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, তাকে যে কোনও বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা পর্যন্ত হতে পারে। সাত বছর, এবং জরিমানাও দিতে হবে।

১৬. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

"কোন জাল [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড] আসল হিসেবে ব্যবহার করা - যে কেউ প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে এমন কোন [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড] আসল হিসেবে ব্যবহার করে যা সে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এটি একটি জাল [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড], তাকে দণ্ডিত করা হবে

একই পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে যদি সে এই ধরনের ১ [নথি জাল করে। অথবা বৈদ্যুতিন রেকর্ড]।"

১৭. ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

"ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের শাস্তি- যে কেউ মৃত্যুদণ্ড, ২ [জীবন কারাদণ্ড] অথবা দুই বছর বা ততোধিক মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের পক্ষ, যেখানে এই বিধিতে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের শাস্তির জন্য কোনও স্পষ্ট বিধান করা হয়নি, তাকে 'যেভাবে সে এই ধরনের অপরাধে সহায়তা করেছে সেইভাবে দণ্ডিত করা হবে।

যে কেউ উপরোক্তভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের জন্য ফৌজদারি ষড়যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের পক্ষ, তাকে ছয় মাসের বেশি মেয়াদের যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ড, অথবা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

১৮. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

> "অপরাধমূলক ভয় দেখানোর শাস্তিঃ-যে ব্যক্তি অপরাধমূলক ভয় দেখানোর অপরাধ করবে তাকে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
>
> যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ইত্যাদি ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয় এবং যদি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত করার হুমকি দেওয়া হয়, অথবা আগুনে কোনও সম্পত্তি ধ্বংস করার হুমকি দেওয়া হয়, অথবা মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা সাত বছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা কোনও মহিলার প্রতি অসৎ আচরণের অভিযোগ আনা দণ্ডনীয় অপরাধ করা হয়, তা হলে উভয় বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।"

১৯. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৭১ ধারার অধীনে অপরাধগুলি আপোষযোগ্য নয়।

২০. **"রামগোপাল এবং আরেকজন বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য"** ", সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

৬. "৬. যখন এই দুটি আপিল শুনানির জন্য আসে, তখন এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে, আপিলের অনুমতি মঞ্জুর করে। বেঞ্চ আরও নির্দেশ দেয় যে, জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় রেফারেন্স নিষ্পত্তির পর আপিলগুলি তালিকাভুক্ত করা হোক, যেখানে এই আদালতের ৩-বিচারপতির বেঞ্চ, সেই সময়ে, এই বিষয়টি বিবেচনা করছিল যে 'অ-আবেদনযোগ্য' অপরাধগুলি আদালত কর্তৃক 'আবেদনযোগ্য' হতে পারে কিনা, অথবা বিকল্পভাবে, হাইকোর্ট কি 'ধারা ৪৮২ সিআরপিসির' অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অভিযুক্ত এবং 'ভুক্তভোগী-অভিযোগকারীর মধ্যে একটি আপোষ/মীমাংসার ভিত্তিতে, এবং যদি তাই হয়, তাহলে কোন পরিস্থিতিতে, মামলাটি বাতিল করতে পারে?

৭. আপিলকারীরা, উভয় আবেদনে, এইভাবে আদালতকে তাদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা আহ্বান করতে চায়।

<u>বিশ্লেষণঃ</u>

৮. আমরা আপিলকারী এবং রাজ্য (গুলি)-এর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা অনেকদিন ধরে শুনেছি। অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগী-অভিযোগকারীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সমাজের উপর কোনও প্রভাব বা অবমাননাকর প্রভাব না ফেলে এমন অসংলগ্ন অপরাধ থেকে উদ্ভূত কার্যধারা বাতিল করার জন্য উচ্চ আদালতের ক্ষমতা সম্পর্কিত আইনের প্রশ্নগুলি আর সমন্বিত নয় এবং এই আদালত কর্তৃক অনুমোদিতভাবে ইতিবাচকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আবেদনকারীদের জন্য শিক্ষিত আইনজীবী এবং উভয় আপিলের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী (গুলি) পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতা/নিষ্পত্তির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন এবং ফৌজদারি মামলাটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার চেষ্টা করেছেন, শিক্ষিত রাজ্য আইনজীবী (গুলি) আপোষের বাস্তবতার বিরোধিতা না করে, তীব্রভাবে

---

১ (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৮৩৪

এই ধরনের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে এবং জোর দিয়ে বলেন যে এই আপিলগুলিতে আইনের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত নেই।

৯. এই মামলাগুলির তথ্য যাচাই-বাছাই করার আগে এবং ধারা ৪৮২ -এর অধীনে উচ্চ আদালতের দ্বারা প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার পরিধি পুনর্বিবেচনা করার আগে, জ্ঞান সিং (উপরে) মামলায় এই আদালতের ৩-বিচারক বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত নিম্নলিখিত নীতিগুলি আলোকিত করা প্রাসঙ্গিক হবেঃ

"৬১ ..... একটি ফৌজদারি কার্যধারা বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে অধিনিয়মের ৩২০ ধারার অধীনে অপরাধগুলিকে জটিল করার জন্য ফৌজদারি আদালতকে দেওয়া ক্ষমতা থেকে আলাদা এবং আলাদা। অন্তর্নিহিত শক্তি কোন বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যাপক পরিপূর্ণতা রয়েছে তবে এটি এই জাতীয় শক্তিতে খোদাই করা নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। : (i) ন্যায়বিচারের প্রান্ত সুরক্ষিত করার জন্য, বা (ii) কোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে। কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা বা অভিযোগ বা এফআইআর ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর আছে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি নির্ভর করবে সত্যের উপর এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এবং কোন বিভাগ নির্ধারিত হতে পারে না তবে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে, উচ্চ আদালতকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুতরতার প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। মানসিক কলুষতা বা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো গুরুতর এবং গুরুতর অপরাধগুলি যথাযথভাবে বাতিল করা যাবে না যদিও ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার এবং অপরাধী বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই ধরনের অপরাধগুলি ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধ বা সেই পদে কাজ করার সময় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ইত্যাদির ; ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে যে কোনও আপস এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে না। ফৌজদারি মামলাগুলি অত্যধিক এবং প্রধানত দেওয়ানি

বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, দেওয়ানি, অংশীদারিত্ব বা অনুরূপ লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধ, যৌতুক ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবাহ থেকে উদ্ভূত অপরাধ, অথবা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুল মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের সম্পূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলেছে, বাতিল করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শ্রেণীর মামলায়, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি তার দৃষ্টিতে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে আপোষের কারণে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী এবং অন্ধকার থাকে এবং ফৌজদারি মামলা অব্যাহত থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চরম নিপীড়ন এবং পক্ষপাতের শিকার হতে হবে এবং ভুক্তভোগীর সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মীমাংসা এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করা তার প্রতি চরম অবিচারের সৃষ্টি করবে। অন্য কথায়, হাইকোর্টকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া কি অন্যায্য হবে নাকি ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে, নাকি ভুক্তভোগী এবং অন্যায়কারীর মধ্যে মীমাংসা এবং সমঝোতা সত্ত্বেও ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া আইনের অপব্যবহারের সমান হবে এবং ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য, ফৌজদারি মামলাটি বন্ধ করা উপযুক্ত এবং যদি উপরের প্রশ্নের উত্তর (গুলি) ইতিবাচক হয়, তাহলে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে।"

(জোর প্রয়োগ করা হয়েছে)

১০. একাধিক বিচারিক নজিরে রচিত এই বিস্তৃত মৌলিক বিষয়গুলির সংকলন, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম লক্ষ্মী নারায়ণ ২ মামলায় এই আদালতের আরেকটি ৩-বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা পুনঃসংশোধন করা হয়েছে:

"(১) কোডের ধারা 482 এর অধীনে 320 ধারার অধীনে অ-আবেদনযোগ্য অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রদত্ত ক্ষমতাটি ব্যাপকভাবে এবং প্রধানত দেওয়ানি চরিত্রের সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধগুলি বা

বৈবাহিক সম্পর্ক বা পারিবারিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত এবং যখন পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে পুরো বিরোধের সমাধান করে;

(২) মানসিক কলুষতার মতো জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ অথবা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিচারের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

(৩) একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের জন্য বা সেই পদে কাজ করার সময় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে না শুধুমাত্র ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা হবে না;

(৪) XXX XXX

(৫) **গোপনীয় প্রকৃতির এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব না ফেলে এমন অসংলগ্ন অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, এই ভিত্তিতে যে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে একটি নিষ্পত্তি/আপোষ রয়েছে, উচ্চ আদালতকে অভিযুক্তের পূর্বসূরী বিবেচনা করতে হবে; অভিযুক্তের আচরণ, অর্থাৎ, অভিযুক্ত পলাতক ছিল কিনা এবং কেন সে পলাতক ছিল, কীভাবে সে অভিযোগকারীর সাথে আপোষে প্রবেশ করতে পেরেছিল ইত্যাদি।**

(জোর প্রয়োগ করা হয়েছে)

১১. এটা ঠিক যে, ৩২০ ধারার অধীনে 'অ-আবেদনযোগ্য অপরাধগুলি 'কোনও ফৌজদারি আদালত কর্তৃক তার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে' আপোষযোগ্য হতে পারে না। আদালতের এই ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টা ৩২০ ধারার পরিবর্তন, সংযোজন এবং সংশোধনের সমান হবে, যা আইনসভার একচেটিয়া অধিকার। ৩২০ ধারার ভাষায় এমন কোনও পেটেন্ট বা সুপ্ত অস্পষ্টতা নেই যা এর বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে ন্যায্যতা দিতে পারে এবং ১৫টি 'আবেদনযোগ্য' অপরাধের তালিকায় এই ধরনের অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে

যা সচেতনভাবে অ-যৌক্তিক হিসাবে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধি এর কাঠামোর মধ্যে একটি অপরাধকে যৌক্তিক করার সীমিত এখতিয়ার. ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে উচ্চ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা নয়। উচ্চ আদালত, কোনও মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং ন্যায্য কারণে ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি চাপতে পারে। যে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে এবং/অথবা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে সহায়তা করতে।"

১২. অতএবউচ্চ আদালত অপরাধের প্রকৃতি এবং এই সত্যটি বিবেচনা করে যে পক্ষগুলি তাদের বিরোধের সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করেছে এবং ভুক্তভোগী স্বেচ্ছায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে সম্মত হয়েছে, ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই জাতীয় কার্যধারা বাতিল করতে পারে, এমনকি যদি অপরাধগুলি অযৌক্তিক হয়। হাইকোর্ট নিঃসন্দেহে কোনও ব্যক্তিগত ব্যক্তির দেহের বাইরে অপরাধের ফলস্বরূপ প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে পারে এবং তারপরে একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে, যাতে অপরাধ, শাস্তি না পেলেও, উদ্দেশ্যটিকে বিকৃত বা পঙ্গু করে না দেয়। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনের।"

২১. এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি দেওয়ানি প্রকৃতির, যার মধ্যে পারিবারিক বিরোধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং Cr.P.C. এর ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ারকে প্রয়োগ করে। এই আদালত আপোষের আবেদনে উল্লিখিত প্রার্থনার অনুমতি দিতে আগ্রহী।

২২. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, দমদম পুলিশ স্টেশনের ১১৭ নম্বর মামলা থেকে উদ্ভূত, ব্যারাকপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/১২০বি/৫০৬ ধারার অধীনে ২০১৩ সালের জি.আর. মামলা নং ৮০৮ বাতিল করা হল।

২৩. ২০১৩ সালের ১৫৯০ নম্বর ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

২৪. তদনুসারে, ২০১৩ সালের সিআরআর ১৫৯০ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৫. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

২৬. প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

২৭. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal